তারিখ 05 APR 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

প্রথম আলো

ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে বাংলা সাহিত্য পড়ানোর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

'প্রতিটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে যেন বাংলা সাহিত্য পড়ানো হয়। একই সঙ্গে বাবা-মায়েদের প্রতি অনুরোধ থাকবে, দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভাষার সঙ্গে সন্তানকে পরিচয় করানো এবং প্রমিত বাংলা উচ্চারণের প্রতিও জোর দিতে হবে।'

ঢাকার উত্তরা এলাকার স্কলাস্টিকা স্কুলে গতকাল সোমবার সকালে কথাসাহিত্যিক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মোহিত কামালের কিশোর উপন্যাস *উড়াল বালক* বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার এসব কথা বলেন।

রামেন্দু মজুমদার আরও বলেন, স্কলাস্টিকা, সানবিমসসহ কয়েকটি স্কুলে বাংলা সাহিত্য পড়ানো শুরু হয়েছে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, আমরা চিন্তা করি বাংলায়, আমরা স্বপ্ন দেখি বাংলায়। বাংলা ভাষা ভালোভাবে শিখলে অন্য ভাষাও রপ্ত করা সহজ হবে।

উড়াল বালক বইটি ২০১৩ সাল থেকে স্কলাস্টিকা স্কুলে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্প্রতি বইটির পরিমার্জিত সংস্করণ বের হয়েছে। স্কলাস্টিকা স্কুলের উত্তরা ও মিরপুর দুটি শাখার লাইব্রেরির জন্য এই উপন্যাসসহ মোহিত কামালের *দুখু, বন্ধু আমার বন্ধু, টিন এজ মন, স্বর্ণজয়ী নীল চোখ, জাদুর বাক্সে সোনার মোহরসহ* আরও কয়েকটি বই অধ্যক্ষের হাতে তুলে দেন রামেন্দু মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্কলাস্টিকা স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) কায়সার আহমেদ।

লেখক মোহিত কামাল বলেন, '*উড়াল বালক* বইটি স্কলাস্টিকা স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পাঠ্য, এটা জেনে আমি আনন্দিত। এরই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্কুল কর্তৃপক্ষকে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে প্রতিটি শ্রেণিতে কিশোরদের জন্য বাংলা বই পাঠ্যক্রমে থাকলে শিক্ষার্থীরা শেকড়ের সন্ধান পাবে।'

স্কলাস্টিকা স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) কায়সার আহমেদ বলেন, ইংরেজি মাধ্যম সম্পর্কে কারও কারও বিরূপ ধারণা রয়েছে। যা খুবই ভুল ধারণা, মানুষকে তার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বাংলা ভাষার ও চর্চার অনুশীলন বাড়ানো ও একই সঙ্গে দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা জরুরি।

অনুষ্ঠানে স্কুলের জ্যেষ্ঠ উপাধ্যক্ষ (একাডেমিক অ্যাফেয়ার্স) সাবিনা মুস্তাফা, জ্যেষ্ঠ উপাধ্যক্ষ (স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স) নুরুন্নাহার মজুমদার, যোগাযোগ সমন্বয়ক জিয়া হাশান, বইটির প্রকাশক অনিন্দ্য প্রকাশের প্রকাশক মো. আফজাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।